গাংনী হাসপাতালে দালাল ঠেকাতে কর্তৃপক্ষের তৎপরতা

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সাম্প্রতিক সময়ে দালালদের তৎপরতা ও রোগীর টেস্ট করানো নিয়ে কঠোর অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। দালাল রুখতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ বিভাগে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। অপরদিকে চিকিৎসক, স্যাকমো, এমআরদের জন্য নতুন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, গাংনীর চিহ্নিত কয়েকটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিক তাদের দালাল নিয়োজিত রেখেছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। তারা প্রতিনিয়ত রোগীদেরকে তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে নিয়ে টেস্ট করায়।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও কর্মরত কয়েকজনের বিরুদ্ধে দালালদের সহায়তায় সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। ফলে দালালদের অপতৎপরতা ঠেকাতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তাদেরকে গ্রেপ্তার ও ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজা নিশ্চিত করণের জন্য ইতোমধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও গাংনী থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ এম রিয়াজুল আলম।

এদিকে গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসক, স্যাকমো, ফার্মাসিস্ট ও এমআরদের বিষয়ে জারিকৃত নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সরকারি সরবরাহ নেই এমন কোন ওষুধ চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রে লেখা যাবে না। অফিস চলাকালিন সময়ে হাসপাতালে হয় এমন কোন টেস্ট করানোর জন্য রোগিকে বাইরে পাঠানো যাবে না। বাইরে করাতে হলে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও যৌক্তিকভাবে করা যাবে। টিকিট ছাড়া কোন ওষুধ হাসপাতাল ফার্মেসী থেকে নেওয়া যাবে না এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই টিকিট কাটতে হবে।

অপরদিকে ওষধ বিপণন কর্মকর্তাদের (এমআর) জন্য নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত চিকিৎসকদের সাথে এমআরগন সাক্ষাত করতে পারবেন। এ সময়ের বাইরে তারা হাসপাতালে অবস্থান করতে পারবে না। এমআররা কোন প্রেসক্রিপশনের ছবি তুলতে পারবেন না।

কোন ওষুধ কোম্পানির প্রডাক্ট প্রমোশনের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চাইলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সঙ্গে আলোচনা ও অনুমতি নিতে হবে কিন্তু কোন অর্থ লেনদেন করতে পারবে না এবং বিষয়টি সিভিল সার্জনকে অবহিত করতে হবে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ এম রিয়াজুল আলম বলেন, নির্দেশনার বিষয়টি কঠোরভাবে প্রতিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ঠদের বলা হয়েছে।

অপরদিকে অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে তাও কঠোরতার সাথে দেখা হচ্ছে। মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষের যা যা করণীয় সে বিষয়ে কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

গাংনীতে আলোর পথে যুব উন্নয়ন সংস্থার বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি

মুজিবশত বর্ষে আলোর পথে যুব সংঘের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত।

গতকাল বুধবার বিকাল ৫টায় মেহেরপুর গাংনীর উপজেলার চেংগাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের চারা বিতরণ করা হচ্ছে বলে জানালেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রধান এহসান কবির সবুজ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ফিরোজ আহমেদ। সংস্থাটির প্রধান এহসান কবির সবুজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, গাংনী উপজেলা যুব উন্নয়নের ক্রেডিট অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী উপজেলা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ, চেংগাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি শাহিন, আলোর পথে যুব উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক উমি খাতুন, সদস্য সাহাবুল, পরি, রাব্বি প্রমুখ।

গাংনীতে চলছে জাতীয় ভিটামিন “এ” প্লাস ক্যাম্পেইন

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় ভিটামিন “এ” প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। ৪ অক্টোবর। রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় উপজেলার কসবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভিটামিন “এ” প্লাস ক্যাম্পেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বার্হী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিশুদের মুখে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল তুলে দেন। এসময় গাংনী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড.এম রিয়াজুল আলম,স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আর এমও ডা. সাদিয়া সুলতানা,এমটিইপিআই আব্দুর রশিদ,স্বাস্থ্য সহকারি আব্দুল হান্নান উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য বিধি মেনে চার অক্টোবর থেকে পক্ষকাল ব্যাপী এ কার্যক্রম চলবে। উপজেলার পৌর সভা ও ৯ টি ইউনিয়নে ৬-১১ মাস বয়সী ৩৮৪১ জন শিশু এবং ১২-৫৯ মাস বয়সের ৩০২৬২ শিশুকে জাতীয় ভিটামিন ‘ ‘এ” ক্যাপসুল খাওয়ানোর কাজ চলমান রয়েছে। এতে ২৭ জন তত্বাবধানকারি এবং ৪৩৪ জন স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছেন।

স্ব-স্ব এলাকার সর্বসাধারণকে তাদের শিশুদের ভিটাডিমন “এ” ক্যাপসুল খাওয়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিভাগ। সে লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে সচেতন করতে প্রতিনিয়ত প্রচারাভিযান চলছে। উপকারভোগীরা স্বপ্রনোদিত হয়ে তাদের শিশুদের ভিটামিন “এ” ক্যাপসুল খাওয়াতে ক্যাম্পে যাচ্ছেন। ১৫ দিন ব্যাপী এ কার্যক্রম চলমান থকবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

গাংনীতে পাটের গুদামে আগুন, ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বড়বামন্দী গ্রামের পাট ব্যবসায়ী ইসরাইল হোসেনের পাটের গুদামে অগ্নীকান্ডে অন্তত ১৫ লাখ টাকার মালামাল ভষ্মিভুত হয়েছে।
বুধবার ভোর রাতে এ অগ্নীকান্ডের ঘটনা ঘটে। গাংনী থানা পুলিশের ওসি ওবাইদুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ি ইসরাইল হোসেন ওই গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

স্থানীয় মুদি ব্যবসায়ি কালাম জানান, ঘটনার সময় তিনি বাড়ির বাইরে আসলে আগুন দেখতে পান ও স্থানীয়দের ডেকে তোলেন। সেই সাথে খবর দেন ব্যবসায়ী ইসরাইল হোসেনকে। ফায়ার সার্ভিসকেও খবর দেয়া হয়।

ফায়ার সার্ভিস একটি টীম স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে পাট ও অন্যান্য মালামাল ভষ্মিভুত হয়।

ইসরাইল হোসেন জানান, পাট গুদামে পাট ছাড়াও ধান গম, মসুরী ছোলাসহ অন্তত ১৫ লাখ টাকার মালামাল ভষ্মিভুত হয়েছে। গুদামের সামনে পাটকাঠির মাথায় আগুন লাগানো ছিল। কেউ শত্রুতা করে এ কাজটি করতে পারে বলেও ধারণা করছেন তিনি।

গাংনীতে হাসপাতালে উত্তেজনার অবসান !

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরীক্ষা স্যাকমো তানভিরকে লাঞ্চিতের ঘটনায় ডায়াগনস্টিক মালিক দেলোয়র হোসের মিঠুর সাথে সমঝোতা করেছেন স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার সকালে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সম্মেলন কক্ষে সালিশ বৈঠক

অনুষ্ঠিত হয়। সালিশ সভা পরিচালনা করেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিএইসএ রিয়াজুল আলম। আধাঘন্টার বৈঠকে সব দোষ পড়ে স্যাকমো তানভিরের ওপর। কিন্তু টিএইচও রিয়াজুল আলমের পাশে বসে থেকে মিঠু ছবি পোষ্ট করায় সমালোচনা সৃষ্টি হয়।

জানাগেছে. গতকাল সোমবার সাহারবাটি গ্রামের দিনমজুর শুকুর আলী চিকিৎসার জন্য আসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে স্যাকমো তানভিরের কাছে সমস্যার কথা জানান শুকুর আলী। হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকলেও স্যাকমো তানভির ৬টি টেস্ট লিখে একটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের ভিজিটিং কার্ড ও তানভিরের ভিজিটিংকার্ড সংযুক্ত করে দেয়া হয়। এনিয়ে গাংনীস্থ এইসএম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক দেলোয়ার হোসেন মিঠু হাসপাতালে গিয়ে স্যাকমো তানভিরকে লাঞ্চিত করেন। এমন অভিযোগ করেন তানভির। ভুক্তভোগী শুকুর আলী টিএইসএ বরাবর লিখিত অভিযোগ করলে স্যাকমো তানভিরও সরকারি কাজে বাধার অভিযোগ করেন। এক পর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনাকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এ প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সকালে ভুক্তভোগী শুকুর আলীর অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। সেই সাথে তানভিরও তার অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। উভয় উভয়ের ভুলবোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে আপোষ করার উদ্যোগ নেন স্বাস্খ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা এম রিয়াজুল আলম। অন্যদিকে সালিশ বৈঠকে স্যাকমো তানভির ও ডায়াগনষ্টিক মালিক দেলোয়ার হোসেন মিঠু টিএইসএর পাশের চেয়ারে বসে থাকার ভিডিও এবং ছবি ফেসবুকে পোস্ট করা হলে টিএইসএ সমালোচনার মুখে পড়েন।

এবিষয়ে দোলোয়ার হোসেন মিঠুর সাথে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি বলেন, আমি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক হিসেবে সালিশ সভায় অংশ গ্রহন করিনি। আমি উপজেলা সেচ্ছা সেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সালিশে অংশ গ্রহন করেছিলাম। তাছাড়া একজন ভিক্ষুককে বিনা প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনের লালশায় টেস্ট দিয়েছে। এ টেস্ট গুলি গাংনী হাসপাতালেই সরকারি ভাবে করোনো হয়। তাই প্রতিবাদ করার জন্য গিয়েছিলাম। তানভিরের সাথে আমার অসৌজন্যমুলক কিছুই ঘটেনি। যা ঘটেছে তা ভিডিও করে ফেসবুকে পোষ্ট করা আছে। আমি একজন শিক্ষিত এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে সরকারি সেবা পাইয়েদিতে অসহায় শুকুর আলীর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম।

স্যাকমো তানভিরের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তার মোবাইল ফোন নম্বরটি বন্ধ থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম বলেন, স্যাকমো তানভির টেস্ট দেয়ার অধিকার রাখেনা। শুকুর আলী ও তানভির দুজনেই তাদের অভিযোগ পত্র প্রত্যাহার কারার জন্য লিখিত দিয়েছেন। এবং তাতে উল্লেখ করেছেন তারা ভুল বুঝে এসব করেছেন। দেলোয়ার ও তানভিরের সাথে যা ঘটেছে সেবিষয়ে তারা নিজেরাই বন্ধুত্বের কারনে বুকে বুক মিলিয়ে নিয়েছেন আমার কাছে বসেছিলেন শুধু মাত্র জানানোর জন্য। তিনি আরো বলেন আগেই তারা তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করেছেন সে ক্ষেত্রে তারা কেউই আর অভিযোগের মধ্যে পড়েনা। গাংনীর মানুষকে আমি সম্মান ও শ্রদ্ধাকরি। আমিও চাই গাংনী হাসপাতালে সকলে সেবা গ্রহন করুক।

মেহেরপুরে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মিছিলে পুলিশের বাধা

“সুস্থ সমাজের কীট ধর্ষকদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠো বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলটি মেহেরপুর পৌরসভার সামনে পৌঁছালে মেহেরপুর জেলা পুলিশের বাধায় বিক্ষোভ মিছিল টি বন্ধ করে দেয় ইসলামী যুব আন্দোলন।

মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মুফতি হুজাইফা’র নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী যুব আন্দলনের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি তরিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি রহমতুল্লাহ এবং ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি অধ্যক্ষ খাদেমুল ইসলাম প্রমুখ।

বিক্ষোভ মিছিলটি মেহেরপুর কোট মোড় থেকে শুরু করে পৌরসভার দিকে আসলে মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম বিক্ষোভ মিছিল টি বন্ধ করে দেয়। তারা জানান, অনুমতি ছাড়া এ ধরনের বিক্ষোভ মিছিল করা যাবে না।

এই বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ্ দারা খান ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’কে জানান, ইসলামী যুব আন্দোলনের মিছিলটিতে পুলিশ কোনোরকম বাধাগ্রস্থ করে নাই। তারা মিছিলটি সম্পন্ন করে চলে যায়।

গাড়াবাড়িয়াতে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা মানছেন না খামারী !

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়াতে ঈদগাহ ময়দান, কবরস্থান ও কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সাথেই গরু ছাগলের খামার স্থাপন করছেন একই গ্রামের আব্দুল করিমের পুত্র ধনীউল্লাহ। উপজেলা প্রশাসন থেকে বারবার নিষেধাজ্ঞা দিলেও মানছেন না খামারী ধনীউল্লাহ।

জানা গেছে, গত ১২ আগস্ট গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন তিন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি,সেক্রেটারি ও প্রধান শিক্ষকসহ সাধারণ জনগণ।

অভিযোগের ভিত্তিতে আজ সোমবার সরেজমিনে তদন্ত করেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোঃ মস্তোফা জামান। পরিদর্শন শেষে তিনি খামার নির্মাণের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

এ বিষয়ে কবরস্থান কমিটির সভাপতি মোফাজ্জেল আলী জানান, বার বার নিষেধ করার পরেও তারা খমার স্থাপন করেই চলেছে। এই খামার হলে আমাদের জানাযার নামাযের ব্যাঘাত ঘটবে, পূর্বেও নিষেধ করেছি এবং প্রশাসন কে অবহিত করেছি কিন্তু কাউকে তোয়াক্কা না করেই নিজের ইচ্ছে মতই খামার নির্মাণের কাজ শেষ করছেন। ক্ষমতার জোর দেখিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ বিষয়ে কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম জানান, আমাদের স্কুল এন্ড কলেজের খেলার মাঠের সাথেই স্থাপন হচ্ছে এই গরু ছাগলের খামার। যা ছেলে মেয়েদের খেলা ধুলা করতে সমস্যা হবে। সেই সাথে পাশেই ক্লাসরুম ছেলে মেয়েদের ক্লাস করাতে গিয়েও দুর্গন্ধ ছুটতে পারে। তাছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান

ক্ষুন্ন হবে।

গাড়াবাড়ীয়া জান্নাতুল মাওয়া ঈদগাহ ময়দানের সভাপতি রেজাউর রহমান জানান, আমাদের ঈদগাহ ময়দানের মিনারের সাথেই এই খামারটি স্থাপন করছেন যা আমাদের ঈদের নামাযের ব্যাঘাত ঘটাবে।

এ বিষয়ে খামারের মালিক ধনী উল্লাহ বলেন, বেশি গরু পালনের সিদ্ধান্ত নেই। কোন রকম খামারটি কষ্ট করে দাঁড় করাচ্ছি। পরে আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ দায়ের করলে আমি কাজ বন্ধ রেখেছিলাম। কিন্তু এখন প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই কাজ শুরু করেছি।

আমি ও কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলজার হোসেন সরাসরী ইউএনও স্যারের কাছে থেকে অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করেছি। আমি কোন অন্যায় বা প্রশাসনের নিয়ম কে অবমাননা করিনি। কেউ বলতেও পারবে না কারর কোন ক্ষতি করেছি বা কারোর কিছু মেরে কেটে নিয়েছি। আমার বাড়ির যায়গা অল্প যার কারনে এখানে গরু পালন করার সিদ্ধান্ত নিই। ছেলেরও চাকরী বাকরী নাই কিছু তো করতে হবে সেই জন্যেই এই খামার স্থাপন করেছি।

এ ব্যাপারে খামার মালিকের জামাই নাজমুল হুসাইন বলেন এটা নির্মান করেছি এবং উদ্দ্যেক্তার কর্যক্রম হাতে নিয়েছি খারাপ বা অন্যায় কোন কিছু করা হয় নি। তার জমির নিজস্ব কোন পথ আছে কি জিজ্ঞেস করলে বলেন নেই। তবে জানান খেলার মাঠের উপর দিয়েই আমরা বর্তমানে চলাচল করে।

গাংনীর কাজলা নদীতে বাঁধ দেওয়ায় একজনের জরিমানা

গাংনী উপজেলার সাহারবাটিতে কাজলা নদীতে আড়া-আড়ি বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করার অপরাধে আবুল খায়ের নামের এক ব্যাক্তিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত। দন্ডিত আবুল খায়ের সাহারবাটি গ্রামের আওলাদ হোসেনের ছেলে।

সোমবার দুপুরে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার (ভুমি) নুর-ই-আলম সিদ্দিকী কাজলা নদীতে উপস্থিত হয়ে এ রায় প্রদান করেন।

বাংলাদেশের মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর ৩ ধারা অনুযায়ী বাঁধ অপসারণ ও অর্থদন্ড দেয়া হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর-ই-আলম সিদ্দিকী জানান,কাজলা নদীদে বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করায় এ অঞ্চলের আবাদি জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে পড়ে। এবং অনেক জমির আবাদ পানির নিচে তলিয়ে যায়। ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে কাজলা নদীতে অভিযান চালিয়ে বাঁধ অপসারণসহ অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে অন্যান্য বাঁধ মালিকদের বাঁধ অপসারনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গাংনীতে ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিকের হাতে হাসপাতালের চিকিৎসক লাঞ্চিত

গাংনীতে ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিকের হাতে হাসপাতালের চিকিৎসক লাঞ্চিত

দায়িত্ব পালন করা অবস্থায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এস এম তানভির আহমেদকে লাঞ্চিত করেছেন এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক দেলোয়ার হোসেন মিঠু।

আজ সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন মিঠু গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। অভিযোগ রয়েছে মিঠুর মালিকানাধীন এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারটির কোন সরকারি অনুমোদন নেই।

এঘটনার পর ওই চিকিৎসক উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের একটি কপি মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে এসে পৌছেছে। ঘটনার পর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ হাসপাতালে মোতায়েন ছিল।

লিখিত অভিযোগ থেকে জানা গেছে, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এস এম তানভীর আহমেদ হাসপাতালে বহি:বিভাগের ১০৯ নং রুমে রোগীর সেবা প্রদান করছিলেন। সেবা প্রদান কালীন সময়ে এইচ এম ভায়াগনস্টিক সেন্টারের দেলোয়ার হোসেন মিঠুসহ তার ৫ থেকে ৬ জন দালাল বাহিনি নিয়ে অনুমতি বিহীন জোর করে রুমে প্রবেশ করেন। কোন কারণ ছাড়াই অনেক রোগীর সামনে সরকারী কাগজ ছিড়ে ফেলে অপমান, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও শারিরীকভাবে লাঞ্চিত করেন। পেও বের হয়ে আসার সময় খুন, গুম করার হুমকি দেন। এবং মোবাইল ফোন দিয়ে ভডিও ও ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক ও কিছু মিডিয়াতে অপপ্রচার করেন। অভিযোগে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টার অনিবন্ধিত। ওই প্রতিষ্ঠানটির কিছু সংখ্যক দালাল হাসপাতালের জরুরী বিভাগ সহ বিভিন্ন বিভাগে প্রায় প্রতিদিনই সেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটায় যা গত কয়েক মাসের হাসপাতাল সিসি ফুটেজ ক্যামেরায় সংগৃহিত রয়েছে।

তবে অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন মিঠু বলেন, ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক হিসেবে নয় হাসপাতালে গিয়েছিলাম নাগরিক হিসেবে। একজন ভিক্ষুককে চিকিৎসক তানভির অনেকগুলো টেস্ট দিয়েছেন তার প্রতিবাদ করেছি।

এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রিয়াজুল আলম জানান, এ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশকে জানালে হাসপাতালে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। হাসপাতাল ক্যাম্পাসে বহিরাগতরা এ ধরণের আচরণ করতে পারেন না। আগামিকাল এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি করা হবে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরো পড়ুন:
গাংনীতে প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সাতদিনেই ৪ গুণ দাম বৃদ্ধি

ভোট সুষ্ঠ হলে আবারও চেয়ারম্যান হবো – – আখের উজ্জামান

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান আখের উজ্জামান। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। আজকের সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

আখের উজ্জামানঃ আপনারা জানেন আমি গত নির্বাচনে বিএনপি দল থেকে ভোট করে নির্বাচিত হয়েছি।জনগন আমাকে ভালোবেসে ভোট দিয়ে এই চেয়ার আমাকে উপহার দিয়েছে যদি জনগন যদি আবারও চাই আর ভোট যদি সুষ্ঠ হয় তাহলে আবার নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার দল বি এন পি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন নির্দেশনা দিয়েছে কি না?

আখের উজ্জামানঃ কোন নির্দেশনা আসেনি তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু যায়গা তে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে বিএনপি প্রার্থী আছে সেই ক্ষেত্রে আশা করি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও বিএনপি থাকবে।

মেহেরপুর প্রতিদিনঃ জনগন কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেনঃ
আখের উজ্জামানঃ আমি নির্বাচিত হওয়ার পর রাস্তা ঘাট মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, থেকে

শুরু করে করোনা কালিন সময় ১০ কেজি,১৫ কেজি,৩০ কেজি চাউল, শিশুদের জন্য দুধ সকল প্রকারজিনিস অসহায় মানুষের দারে পৌছে দিয়েছি।আমার ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই সল্প সেই সল্পতা থেকে আমি সকলকে সন্তস্ট রাখার চেষ্টা করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি আপনার দল বিএনপির কাছে থেকে নোমেনেশন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদি?
আখের উজ্জামানঃ আমি দলের দুর্দিনে পাশে আছি। এবং বর্তমান ক্ষমতাশালী দলের বিপক্ষে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। জনগনের ভালোবাসা আস্থা আমার উপর আছে। সেই সুবাদে আমি মনে করি আমার দল আগামী নির্বাচনে আমাকেই নোমেনেশন দিবে।নোমেনেশন পেয়ে নির্বাচনে আসলে আমার বিশ্বাস জনগন আমাকে আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?
আখের উজ্জামান: আমার ধানখোলা ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে দুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। আমার পরিকল্পনা আছে আবার যদি নির্বাচিত হয় তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের পাশে যে যায়গা আছে সেখানে বড় করে একটা মার্কেট স্থাপন করবো। এবং ইউনিয়ন পরিষদের সর্বচ্চ সেবা মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে চাই।